দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে চলেছে

সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় যথাশীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত

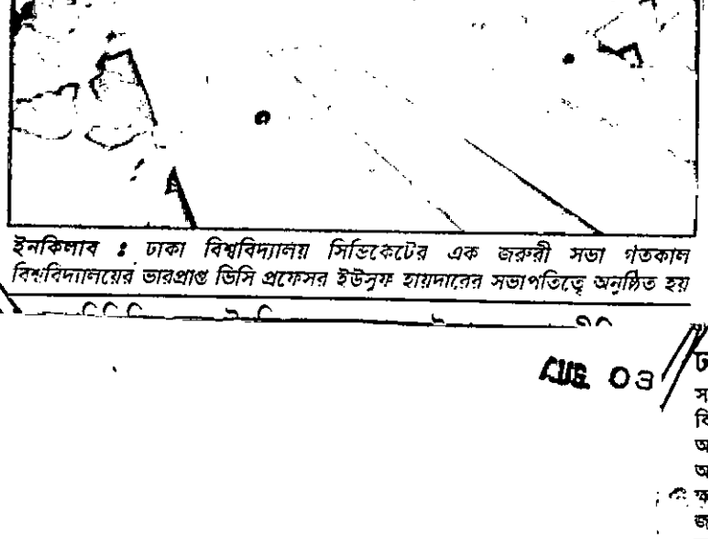

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যথাশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভায় ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রাক্তন ভিসির নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার বিষয়টি অবহিত করেন। সিন্ডিকেটের পরবর্তী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এদিকে ক্যাম্পাসের পরিবেশ গতকাল থেকে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

গতকাল (শনিবার) বিকেলে প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর এ এফ এম ইউসুফ হায়দার।

৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ক্যাম্পাস প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভার শুরুতে ভারপ্রাপ্ত ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১২(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য যে বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন তা অবহিত করেন। তিনি প্রাক্তন ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ এবং তাকে প্রো-ভিসির দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কেও সিন্ডিকেটকে অবহিত করেন। সভায় প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর ডঃ আনোয়ার হোসেনকে আহত করে তার পা ভেঙ্গে দেয়ার পুলিশী কার্যক্রমের নিন্দা জানানো হয়। সভায় গত ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান এবং সদস্য (নতুন) সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর এ বি এম মাহমুদ এবং মোঃ হাসানুজ্জামান। কমিটিকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের অনুরোধ করা হয়। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, সংযম ও ধৈর্য ধারণ করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানায়। সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। অবশ্য এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ভিসি ইতোমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ডাকা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অনুষদের ডীনদের সভা করে পরবর্তী সিন্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একটানা নয়দিন পুলিশী বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ থাকলেও গতকাল থেকে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এতোদিন ক্যাম্পাস এলাকায় সাধারণ যানবাহন এবং জনসাধারণের প্রবেশে বিধি-নিষেধ থাকলেও গতকাল তা সকলের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে পুলিশী নিরাপত্তা বেষ্টনী অটুট ছিল। সকল প্রবেশ পথে এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।